সংবাদ

তারিখ ... 12 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা : মঙ্গলবার ২৯ বৈশাখ ১৪১৬
Dhaka : Tuesday 12 May 2009

সম্পাদকীয়

ইংরেজি শিক্ষার দৈন্যদশা এবং ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং প্রজেক্ট

বেশ কিছুদিন থেকেই ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট গুটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সমস্যাটা প্রধানত আর্থিক। বিদেশী অর্থে প্রকল্পটি শুরু করা হয়। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে প্রকল্পটি চালু রাখা হয়। শিক্ষা কর্মকর্তারা একপর্যায়ে প্রস্তাব করেছিলেন, শিক্ষা বোর্ডগুলোতে বিপুল পরিমাণ পড়ে থাকা অর্থ দিয়ে প্রকল্প চালু রাখা হোক। কিন্তু শিক্ষা বোর্ড তাতে রাজি না হওয়ায় আর্থিক বিবেচনায় প্রকল্পটি গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে আগামী ৩০ জুন থেকে। এতে দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার মানোন্নয়নের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যেতে পারে।

দেশে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যতার অন্যতম প্রধান কারণ ইংরেজি বিষয়ে দুর্বলতা। তার ওপর ১৯৯৭ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি বইয়ের পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত পাঠ্যক্রম বিষয়ে ইংরেজি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না থাকায় শিক্ষাদানে নানা ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্যোগ নেয়া হয়। তারপর দেখা গেল মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজির ফলাফলে উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এখন অর্থাভাবের জন্য প্রকল্পটি গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রকল্পটি গুটিয়ে ফেলার নির্দিষ্ট কোন কারণ উল্লেখ করা হচ্ছে না। প্রকল্পটি সাফল্য-ব্যর্থতার কোন মূল্যায়নও প্রকাশ করা হয়নি। ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি ভালভাবে বিবেচনা না করেই পাঠক্রম পরিবর্তন করা হয়েছিল। ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে তার প্রতিকার করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। উদ্যোগটি মাঝপথে থেমে গেল। ১৯৯৯ সালে প্রশিক্ষণের প্রকল্পটি শুরু হয়।

দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকের সংখ্যা ৫৯ হাজার। এদের মধ্যে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৩৫ হাজার। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের মাত্র ২৭টি জেলার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বাকিদের প্রশিক্ষণ না দিয়ে প্রকল্প গুটিয়ে ফেলাটা বৈষম্যের জন্ম দেবে। অন্যদিকে যেসব প্রশিক্ষক এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারাও কর্মহীন হয়ে পড়লেন। এদের কেউ কেউ বিদেশে ট্রেনিং পেয়েছিলেন। একদিক থেকে এটাও জনশক্তির অপচয়।

প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দেয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো। সরকারের এক জরিপে দেখা গেছে, অর্ধেকের বেশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি শিক্ষক তাদের শিক্ষা জীবনে খুব কম নম্বরের ইংরেজি বিষয়ে লেখাপড়া করেছেন। নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের শতকরা ৬৫ ভাগ শিক্ষক স্নাতক পর্যায়ে ১০০ নম্বরের ইংরেজি পড়েছেন। মাধ্যমিক পর্যায়ে এই সংখ্যা শতকরা ৭৬ ভাগ। ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পটি বন্ধ হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। গ্রামাঞ্চলের ইংরেজি শিক্ষকদের মান উন্নয়নের পথ বন্ধ হয়ে গেল। এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোন বক্তব্যও দেয়া হয়নি। দেশে ইংরেজি শিক্ষার মান নিয়ে নানা ধরনের তথ্য ও তত্ত্ব দেয়ার লোকের অভাব নেই। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার ভিত্তি রচনার জন্য কার্যকর কোন কাজ করা হয় না। সরকারও নির্বাক হয়ে আছে।

আমরা মনে করি, বর্তমান বাস্তবতায় যেখানে ইংরেজি শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে সেখানে এই প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়া শুধু ক্ষতি নয়, পেছন দিকে হাঁটা। এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম-শহরের বৈষম্য বৃদ্ধি করা। শিক্ষা বোর্ডগুলোতে বিপুল পরিমাণে যে অলস অর্থ রয়েছে সেই অর্থ দিয়েই 'ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং প্রজেক্টটি' চালু রাখতে হবে।